প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং

প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং

জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, বানুরি টাউন, করাচি, পাকিস্তান

অনুবাদ

আবু উসামা জাফর
শিক্ষক, মদিনাতুল উলুম মাদরাসা
সাহাপুর, ঈশ্বরদী, পাবনা

অনুবাদ নিরীক্ষণ ও সংযোজন

আব্দুল্লাহ বিন বশির
শিক্ষক, মাদরাসাতু আলী রা.
পাঠানটুলী, শিবু মার্কেট, নারায়ণগঞ্জ

চেতনা
প্রকাশন

বই : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং (বানুরি টাউন)
অনুবাদ : আবু উসামা জাফর
সম্পাদনা ও সংযোজন : আব্দুল্লাহ বিন বশির
প্রকাশকাল : ফেব্রুয়ারি ২০২৪
প্রকাশনা : ৪১
প্রচ্ছদ : আহমাদুল্লাহ ইকরাম
প্রকাশনায় : চেতনা প্রকাশন
দোকান নং : ২০, ইসলামী টাওয়ার (প্রথম তলা)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
পরিবেশক : মাকতাবাতুল আমজাদ
✆ ০১৭১২-৯৪৭ ৬৫৩
অনলাইন পরিবেশক : উকাজ, রকমারি, ওয়াফিলাইফ, নাহাল, সমাহার

মূল্য : ৪০০.০০৳

Procholito Islami Banking
Transleted by Abu Usama Jafar
Published by Chetona Prokashon.
e-mail : chetonaprokashon@gmail.com
website : chetonaprokashon.com
phone : 01798-947 657; 01303-855 225

উৎসর্গ

“সেই মহান শাখসিয়্যাতের নামে যাকে সরাসরি কখনো দেখিনি শুধু দূর থেকে আজমতের সাথে মুহাব্বাত করে গিয়েছি, যার ইলমি অবস্থান ছিল আমাদের মতো অধমের ধারণার ঊর্ধ্বে, যাকে নিজ ভূমির মানুষেরা না চিনলেও চিনতে পেরেছে দূর দেশের মানুষ, যার চিন্তা-চেতনা ও ফিকির-আফকার আমাদের জন্য আলোর মশাল, যাকে আমরা পেয়েও মূল্য দিতে পারিনি, যার হৃদয়ের ব্যথা অনুভব করতে পেরেই আমি কিতাবটি অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি—

মুফতি আজম আব্দুস সালাম চাটগামী রহিমাহুল্লাহর
দারাজাত বুলন্দির কামনায়”

❐❐❐

"دین دار لوگ بھی اسلامی بینک نام رکھ کر سود لیتے ہیں، جبکہ بینک اسلامی نہیں ہو سکتا، بینک زر سے زر پیدا کرنے کا نام ہے جو سود ہے"

“দ্বীনদার লোকেরাও ইসলামি ব্যাংক নাম রেখে সুদ গ্রহণ করে থাকে। অথচ ব্যাংক কখনো ইসলামি হতে পারে না। মুদ্রা থেকে মুদ্রা সৃষ্টি করার নামই হলো ব্যাংক; যা সুদ ছাড়া আর কিছুই নয়!”

শাইখুল হাদিস ফকিহুন নফস মুফতি সাঈদ আহমাদ পালনপুরি রহিমাহুল্লাহ
সূত্র: *তাফসিরে হেদায়াতুল কুরআন*, ৬/৩৮৯

❐❐❐

বইটির অনুবাদ সম্পর্কে

জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, বানুরি টাউনের ফতোয়া বিভাগের পক্ষ থেকে

হজরত মাওলানা মুফতি
মুহাম্মাদ ইনআ'মুল হক কাসেমি হাফিজাহুল্লাহ-এর

অভিমত

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله و على آله و صحبه و من ولاه! أما بعد،

আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগে প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা শরিয়তের আইনকানুনের বিরোধী হওয়া এবং সাধারণ সুদি ব্যাংকগুলোর মতো হারাম হওয়ার ব্যাপারে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, পাকিস্তানের সাবেক সভাপতি শাইখুল হাদিস আল্লামা সালিমুল্লাহ খান রাহিমাহুল্লাহর আদেশে জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, আল্লামা বানুরি টাউনের ফতোয়া বিভাগের সহকারীবৃন্দ একটি বিস্তারিত ও গবেষণামূলক সংকলন প্রস্তুত করেছিলেন। পাকিস্তান এবং পাকিস্তানের বাইরে হিন্দুস্তান, বাংলাদেশ ও বিভিন্ন দেশের অধিকাংশ বিজ্ঞ মুফতি এই ফতোয়াকে সর্বতোভাবে সত্যায়ন করেছিলেন। এবং এর সাথে পরিপূর্ণরূপে একমত প্রকাশ করে এর সমর্থন, সহযোগিতার পাশাপাশি এটাকে সঠিক বলে মত প্রকাশ করেছিলেন। এরপরই সংকলনটিকে তাদের সকলের সম্মিলিত ফতোয়া হিসেবে কিতাবি রূপ দিয়ে 'মুরাওওয়াজা ইসলামি ব্যাংকারি' (তাজজিয়াতি মুতালাআ, শরয়ি জায়েজা, ফিকহি নকদ) নামে প্রকাশ করা হয়।

উল্লিখিত সংকলনটিতে খুবই বিস্তারিত আকারে এবং নেহায়েত তাফসিলিরূপে আলোচ্য মাসআলার সকল দিককে লক্ষ রেখে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে পূর্ণরূপে পর্যালোচনা করা হয়েছিল। এবং সর্বোচ্চরূপে সতর্কতা ও দিয়ানতদারির সাথে পূর্ণ তাহকিক ও যাচাই-বাছাই করার পর দেশের ভেতর ও বাহিরের অধিকাংশ বিজ্ঞ মুফতি এই ফলাফলে উপনীত হয়েছিলেন যে, আমাদের দেশে 'ইসলামি ব্যাংকিং' নামে প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা বিভিন্ন হারাম বিষয়কে শামিল করার কারণে অপরাপর সাধারণ ব্যাংকিংয়ের মতোই হারাম।

যেহেতু উর্দু ভাষায় লেখা এই সংকলনটি উদ্দিষ্ট বিষয়ের সকল দিককে শামিল করার কারণে যথেষ্ট সমৃদ্ধশালী একটি সংকলন এজন্য এই সংকলনটিকে অন্যান্য ভাষায় অনুবাদ করার প্রয়োজন ছিল, যেন অন্যভাষীরাও এ থেকে উপকার গ্রহণ করতে পারে।

প্রশংসনীয় ব্যাপার হলো, জনাব মাওলানা আবু উসামা জাফর সাহেব সংকলনটির বাংলা অনুবাদ করেছেন। আল্লাহ তাআলা তার এই মেহনতের কারণে তাকে জাজায়ে খায়ের দান করুন, তার এই প্রচেষ্টাকে তাঁর দরবারে কবুল করে মূলের মতো

অনুবাদের উপকারিতাকেও পূর্ণ ও ব্যাপক করে দিন এবং আমাদের সবাইকে হকের অনুসরণ করার তাওফিক দান করুন।

آمين بجاه سيد المرسلين. صلى الله عليه و على آله و صحبه أجمعين. و الحمد لله رب العالمين.

মুফতি ইনআ'মুল হক কাসেমি (হাফিজাহুল্লাহ)
উস্তাজে হাদিস ওয়া মুফতিয়ে দারুল ইফতা
জামিয়াতুল উলুমিল ইসলামিয়্যাহ, আল্লামা বানুরি টাউন, করাচি
০৫/০৭/১৪৪৫ হি. মোতাবেক ১৭/০১/২০০৪ খ্রি.

Mufti Mohammad Inamul-haq Qasmy
Ustaze-Hadees & Mufti Dorul-ifta
Jamiat-ul-Uloom-il-Islamiyyah
Allama Banuri Town Karachi
Pakistan - 74800

مفتی محمد انعام الحق قاسمی

Ref. No: _____ Date: _____

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد!

آج سے تقریباً دو سال قبل "مروجہ اسلامی بینکاری" کے شریعت اسلامی کے قوانین سے متصادم ہونے اور اس کے عام سودی بینکوں کی طرح حرام ہونے سے متعلق سابق صدر وفاق المدارس العربیہ پاکستان شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کے تحریر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے دفتر نے ۱۸ نقاط پر ایک تفصیلی اور تحقیقی تحریر لکھی تھی، جس کی پاکستان اور پاکستان سے باہر ہندوستان و بنگلہ دیش وغیرہ کے اکابر اور بڑے مفتیان کرام نے مکمل تصدیق کی تھی، اور اس سے پوری طرح اتفاق کا اظہار فرمایا، اس کی تائید اور تصویب فرمائی تھی، جس کے بعد اس تحریر کو کتابی شکل دے کر ان تمام حضرات کے ایک متفقہ فتوی کی حیثیت سے "مروجہ اسلامی بینکاری" (تجزیاتی مطالعہ، شرعی جائزہ، فقہی نقطہ نظر) کے نام سے شائع کر دیا گیا تھا۔

مذکورہ تحریر میں نہایت سنجیدہ تحمیل کے ساتھ مسئلہ کے تمام پہلوؤں کا ہر زاویہ سے مکمل جائزہ لیا گیا تھا، اور انتہائی احتیاط، دیانت و دری کے ساتھ پوری تحقیق کر لینے کے بعد اندرون اور بیرون ملک کے اکابر و بڑے مفتیان کرام اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ "اسلامی بینکاری" کے نام سے رائج دنیا کے ملک کا بینکاری نظام بہت سارے حرمت کے پہلوؤں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے "عام بینکوں کی طرح حرام" ہے۔

چونکہ اردو زبان میں لکھی گئی یہ تحریر اپنے موضوع کے تقریباً تمام زاویوں کا احاطہ کرنے کی وجہ سے نہایت جامع تحریر تھی، اس لئے مناسب تھا کہ اس کا دوسری زبانوں میں بھی ترجمہ کیا جائے تاکہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔

الحمد للہ جناب مولانا ابو اسامہ ظہیر صاحب انہوں نے "انگلش زبان" میں اس کا ترجمہ کیا، اللہ تعالیٰ اس محنت پر انہیں دونوں جہاں میں بہترین اجر عطا فرمائیں، اور ان کی اس کاوش کو دنیا کی بارگاہ میں قبول فرما کر، اصل کی طرح اس ترجمہ کا نفع بھی عام و تام فرمائیں، اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔

آمين بجاه سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.

کتبہ
محمد انعام الحق
(مفتی) محمد انعام الحق قاسمی
استاذ حدیث و مفتی دار الافتاء
جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی
۵/۷/۱۴۲۵ھ - ۱۷/۱/۲۰۰۴ء

অনুবাদকের কথা

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على النبي الأمين الذي بلغ الرسالات و أدى الأمانات و على آله و أصحابه أجمعين الذين حملوا إلينا أوضح الدلالات و أكمل البيانات. أما بعد،

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার লাখ লাখ শোকর যার দয়া ও অনুগ্রহে জীবনে প্রথমবারের মতো একটি ইলমি কিতাবের (মুরাউওজা ইসলামি ব্যাংকারি/مروجہ اسلامی بنکاری) পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ শেষ করার তাওফিকপ্রাপ্ত হয়েছি। এ নেয়ামতের শোকর আসলে কখনোই আদায় করে শেষ করা সম্ভব না। কারণ, তাঁর নেয়ামতের শোকর আদায় করতে পারাও তো স্বয়ং একটি নেয়ামতই বটে! এজন্য সকাল-সন্ধ্যায় বারবার পড়ি,

"اللهم ما أصبح/(أمسى) بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر"

অর্থ : হে আল্লাহ এই সকালে (বা এই সন্ধ্যায়) আমি অথবা আপনার কোনো মাখলুক যত নেয়ামত ভোগ করছি, তার সবই কেবল আপনারই দান। আপনার কোনো শরিক নেই। সুতরাং আপনারই প্রশংসা এবং আপনারই জন্য শোকরগোজারি।

অনুবাদের পটভূমি

১। মানুষের জীবনে সকল কাজ আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে বা চিন্তা-ভাবনা করে হয় না। অনেক কাজ ও তার কার্যকারণ সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে হঠাৎ করে চলে আসে। আমার এই অনুবাদের কাজটিও অনেকটা তেমনই বলা চলে! একদিন হঠাৎ করেই মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন বাশির ভাই কিতাবটি অনুবাদের কথা বললেন। শুনেই ভড়কে গেলাম। বিভিন্ন কারণে কাজটি তখন হাতে নেওয়ার সাহস করিনি। এদিকে আব্দুল্লাহ বিন বাশির ভাইও হাল ছাড়েননি। বারবার তাগাদা দিয়েই গেছেন। কিন্তু আমি কিতাবটির অনুবাদে হাত না দেওয়ার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলাম। এভাবেই কেটে যায় দীর্ঘদিন। তারপর ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক বিষয়ে আমার কিছুটা আগ্রহ তৈরি হয়। তবুও বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক কারণে কিতাবটির অনুবাদে হাত দেওয়ার সাহস পাচ্ছিলাম না। এদিকে আব্দুল্লাহ বিন বাশির ভাইয়ের সাথে ব্যক্তিগতভাবে ভালো বন্ধুত্ব ও সম্পর্কের কারণে তার বারবার পিড়াপিড়ির বিষয়টিকেও এড়িয়ে যেতে

পারছিলাম না। বিষয়টি নিয়ে অনেক দোদুল্যমান ছিলাম। অবশেষে যখন জানতে পারলাম যে, মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামি রহিমাহুল্লাহের দিলের তামান্না ছিল বাংলা ভাষায় কিতাবটি অনূদিত হোক। তখন কিতাবটি অনুবাদের ব্যাপারে বেশ আগ্রহ জন্মালো। আল্লাহ তাআলা মাওলানা ইফতিখার সিফাত এবং মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন বাশির ভাইদের জাযায়ে খাইর দান করুন। তাদের মাধ্যমেই আমি এই তথ্যটি জানতে পেরেছিলাম। যার কারণে আমি কিতাবটি অনুবাদ করতে শতগুণ বেশি উদ্বুদ্ধ হয়েছি। কিতাবটির অনুবাদ প্রকাশিত হলে নিন্দা আর সমালোচনার ঝড় বয়ে যেতে পারে এমন আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও আমি অন্তরে পরিপূর্ণ সাহস জুগিয়ে নিলাম! আর আশঙ্কার কারণ আশাকরি পাঠকদের কাছে অজানা থাকার কথা নয়।

এই কিতাব অনুবাদের পেছনে এটাই সবচেয়ে বড় কারণ। এ ছাড়াও আরও বেশি কিছু কারণ রয়েছে যার কারণে কিতাবটি অনুবাদ করতে অনুপ্রাণিত হয়েছি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণ হলো,

২। বাংলাদেশে 'প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং'-এর পক্ষে ও সমর্থনে অনেক কিতাব অনূদিত হয়েছে এবং লিখিত হয়েছে। যার প্রায় সবটাই মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর একক ব্যক্তিত্ব ও লেখালেখির ওপরই ভিত্তি করে। যার কারণে অনেকেরই বদ্ধমূল ধারণা হলো, প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বিপক্ষে উল্লেখযোগ্য কোনো আলেম নেই! অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, উপমহাদেশের অধিকাংশ আলেমই প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বিপক্ষে। মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর সমপর্যায়ের অধিকাংশ পাকিস্তানি আলেমই এ ব্যাপারে তার সাথে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কিন্তু আমাদের দেশে শুধু একজনের বক্তব্যকেই এমনভাবে পেশ করা হয় যেন এর বিপরীতে কোনো বক্তব্যই নেই এবং এর বিপরীত কিছু বলার কোনো সুযোগও নেই! মত প্রকাশের ক্ষেত্রে এমন সংকীর্ণতা ও একগুঁয়ে স্বভাবের উদাহরণ পৃথিবীর খুব কম দেশেই হয়তো পাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামি রহ. নিজের আত্মজীবনীতে বলা একটি কথা অন্তরে খুবই দাগ কেটেছে। তিনি লেখেছেন,

> "মুফতি তাকি উসমানি দামাত বারাকাতুহুম একজন বিশ্বমানের গবেষক। তবে সব ক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিগত গবেষণা সারা বিশ্বের একমাত্র ফতোয়া নয়। এ দেশে তাঁকে একজন ইমামের মর্যাদা দিয়ে অর্থনীতি বিষয়ে তাঁর মতকেই ইসলামের একমাত্র মত ও ফতোয়া হিসেবে উল্লেখ করা হয়; এই ব্যাপারটা আমাকে খুবই অবাক করে। আধুনিক মাসায়িল আলোচনা ও প্রচারের সময় সমকালীন জমহুর আলিমের মতামতে কীভাবে ভারসাম্য রাখতে হয় এগুলো বিজ্ঞ আলেমদের খেয়াল করা উচিত।"[১]

---

[১]. আত্মজীবনী পৃ. ১৭৪, ইত্তিহাদ প্রকাশনী

[২]. *গাইরে সুদি ব্যাংকারি, এক মুনাসিফানা জায়িজা*, পৃ. ২৮

[৩]. বিস্তারিত দেখুন, 'মাহনামা বাইয়িনাত' মুহাররম ১৩৭৭ হি.

[৪]. 'মাহেনামা শাহি মুরাদাবাদ' ফেব্রুয়ারি ২০১৫ ইং, শিরোনাম: 'ইয়ে মহজ এক হিলা হে'

৩। যেহেতু প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে আকাবিরে দেওবন্দের গ্রহণযোগ্য আলেমদের মধ্যে দুটি মত রয়েছে, সুতরাং শুধু একটি মতকে পেশ করে অপর মতকে দাবিয়ে রাখা হবে, অথচ দাবিয়ে রাখা মতটাই হলো অধিকাংশ আকাবিরের মত, এটা কোনোভাবেই মেনে নেওয়ার মতো না। বরং উভয় মতকে সামনে রেখে দলিলভিত্তিক আলোচনা-পর্যালোচনা হবে। দুই-একজনের সাথে মতভিন্নতাকে দেওবন্দিয়্যাতের খেলাফ বা বিরোধিতা বলে চালিয়ে দেওয়া কিংবা বড়দের সাথে বেয়াদবির তকমা লাগিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা খুবই বিরক্তিকর একটা ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিদের নীতি অনুসারে ভিন্নমতের ভাইদেরও সুযোগ থাকবে ইসলামি ব্যাংকিং সমর্থকদেরকে অধিকাংশ আকাবিরের বিরোধী ও আরও বড় ধরনের বেয়াদব বলে সাব্যস্ত করার! কিন্তু দালিলিক আলোচনার ময়দানে এ ধরনের তকমা লাগানো কোনো ইলমের নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয়। এটা শুধু নিজের অতি-পছন্দের ব্যক্তির ক্ষেত্রে অতি-জজবা বা আবেগ দেখানো! কিংবা, নিজেদের মতের বিরুদ্ধে কিছুই শুনতে চাওয়ার মানসিকতা না থাকা, যেটাকে আমরা 'সংকীর্ণ মানসিকতা' বলে ব্যক্ত করতে পারি।

৪। দারুল উলুম করাচি এবং মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর অনেক লেখার অনুবাদ বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে থাকায় তাদের ব্যাপারে জনসাধারণেরও মোটামুটি ধারণা আছে। কিন্তু বানুরি টাউন ও পাকিস্তানের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আলেমদের ইলমি কারনামাগুলো ব্যাপকভাবে বাংলাদেশের মানুষের মাঝে ছড়ায়নি। এজন্য তাদেরও কিছু কাজ বাংলা ভাষাভাষীদের সামনে আসুক এমন একটা ইচ্ছা কাজ করেছে। আল্লাহ তাআলা চাইলে আরও বেশ কিছু কাজের বাংলা অনুবাদ হয়তো করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৫। একমুখী গবেষণার ধারা যেন কিছুটা হলেও রোধ করা সম্ভব হয়। কেননা এতে অনেক সময় ভিন্নমত প্রকাশকারীদেরকে হেয় চোখে দেখার কারণ হিসেবে আবির্ভূত হয়। আর ইলমি ময়দানের জন্য এই বিষয়টি অত্যন্ত ভয়াবহ ও খতরনাক। দলিলভিত্তিক ইলমি আলোচনা ও গবেষণার ময়দান হবে উন্মুক্ত (অবশ্যই যোগ্যদের জন্য)। আর একমুখী গবেষণার ফলাফল আমাদের অঞ্চলে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে কতটা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে বসে আছে তা একটি উদাহরণ থেকেই আশা করি আঁচ করতে পারবেন। ঢাকার শীর্ষ একটি দারুল ইফতা থেকে দুবছর নেসাব সম্পন্নকারী এক তালেবে ইলম ভাইয়ের সাথে ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে আলোচনার সময় বানুরি টাউনের মতটি তার সামনে পেশ করলাম। সে হেসে উত্তর দিলো, "বানুরি টাউন তো **দুনিয়ার সবকিছুকেই শুধু নাজায়েজ বলে।** তাদের মত মেনে নিলে তো আর দুনিয়াতে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।"

এজন্য আমরা চাই, প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং বিষয়ে উভয়পক্ষের আলোচনা-পর্যালোচনা ও গবেষণা অব্যাহত থাকুক। এ ক্ষেত্রে অনুবাদ ও মৌলিক গ্রন্থ সবকিছুই

চলতে পারে। যাদের মধ্যে ইনসাফ ও সত্যান্বেষণের গুণ রয়েছে তারা যেন উভয়মুখী কিতাবগুলো পড়ে ইনসাফভিত্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।

অনুবাদ নিয়ে আপত্তি

আমাদের এই অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার বেশ কিছু আগেই কোনো কোনো মহল থেকে বিভিন্ন আপত্তি তোলা হচ্ছে। যেহেতু আপত্তিগুলো এসেই গেছে তাই এ ব্যাপারে কিছু কথা না বললেই নয়!

১। কেউ কেউ আপত্তি তুলেছেন, "এই কিতাবের রদ (খণ্ডন) ইতোমধ্যে লেখা হয়ে গেছে। হজরত মাওলানা মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ 'মুরাউওয়াজা ইসলামি ব্যাংকারি' কিতাবের রদ লিখেছেন 'গাইরে সুদি ব্যাংকারি'/ غیر سودی بینکاری নামে। তো যেই কিতাবের রদ ইতোমধ্যে লেখা হয়ে গিয়েছে সে কিতাব অনুবাদ করার মানে কী? এটা তো পুরাই অনর্থক কাজ!"

যেই মূলনীতির আলোকে আপত্তিটি উত্থাপন করা হয়েছে ঠিক সেই একই মূলনীতির আলোকে এই আপত্তিও আসতে পারে, "হজরত মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর 'গাইরে সুদি ব্যাংকারি' কিতাবের খণ্ডন উর্দু ভাষায় ইতোমধ্যে হয়ে গিয়েছে। তাহলে শুধু শুধু সেই কিতাবের বাংলা অনুবাদ কেন করা হলো?! এটাতো একেবারেই অনর্থক কাজ!"

বাস্তব কথা হলো এগুলো এক ধরনের নির্বোধ ও শিশুসুলভ আপত্তি। যা জ্ঞানী ব্যক্তির থেকে কাম্য নয়। মূলত পৃথিবীতে প্রত্যেক যুগেই ইলমি বিষয় নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়ে আসছে। আলেমগণ অন্য আলেমের ইলমি খণ্ডনে বইপত্র লেখেছেন। যেগুলো পরবর্তীকালে ইলম চর্চার বিশাল রসদ হয়েছে। রদ (খণ্ডন) লেখা হয়ে গেলেই একটা কিতাবের গুরুত্ব শেষ হয়ে যায় না। রদ যদি বাস্তবসম্মতও হয় তবুও রদকৃত কিতাবের উপকারিতা ও গুরুত্ব কমে যায় না। কারণ তাতে অনেক দলিলপ্রমাণ ও তথ্য থাকে যা উভয়মুখী আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য খুবই জরুরি।

এমনইভাবে সকল রদ সঠিক বলে গণ্য হয় না। কিছু রদ আছে যেগুলো আবার রদের উপযুক্ত হয়ে যায়! 'রদেরও রদ লেখা' এমন সিলসিলা ও ধারা আমাদের ইতিহাসে সব যুগেই ছিল এবং এখনো রয়েছে। শুধু রদ হয়ে যাওয়ার কারণে একটা কিতাবকে ফেলে দেওয়া বা সেটাকে গুরুত্বহীন মনে করা কোনো আহলুল ইলমের পক্ষে সম্ভব নয়। হ্যাঁ, যদি বিদআতি বা মুলহিদদের হয় যা তাদের ভ্রান্ত ও কুফরি বিশ্বাসের পক্ষে লেখা হয়েছে তার কথা ভিন্ন। আমাদের এই অনূদিত কিতাবের ব্যাপারে এমন কোনো কথা বলার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না! যদি কেউ বলে তাহলে সে হয়তো জাহেল কিংবা সংকীর্ণমনা গোঁড়া স্বভাবের মানুষ।

এবার আসা যাক মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর রদের ব্যাপারটিতে। মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর 'গাইরে সুদি ব্যাংকারি' কিতাবের খণ্ডন করেছেন মুফতি রশিদ আহমাদ লুধিয়ানবি রহিমাহুল্লাহর শাগরিদ মুফতি আহমাদ

মুমতাজ হাফিজাহুল্লাহ, যা 'গাইরে সুদি ব্যাংকারি, এক মুনসিফানা জায়িজা' (غیر سودی بینکاری ایک منصفانہ جائزہ) নামে পাকিস্তানের শীর্ষ আলেমদের অভিমত-সহ প্রকাশিত হয়। যাদের মাঝে অন্যতম হলেন, মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর সম্মানিত উস্তাজ শাইখুল হাদিস সালিমুল্লাহ খান রহিমাহুল্লাহ, মুফতি হামিদুল্লাহ জান রহিমাহুল্লাহ এবং 'মুরাউওয়াজা ইসলামি ব্যাংকারি' সংকলনের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক মুফতি আব্দুল মাজিদ দ্বীনপুরি রহিমাহুল্লাহ-সহ বড় বড় ব্যক্তিত্বগণ। তাঁরা কেউ-ই মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর রদকে গ্রহণযোগ্য মনে করেননি; বরং তার রদের রদকে সমর্থন করেছেন! পাকিস্তানের বিখ্যাত জামিয়া ফারুকিয়ার ফতোয়া বিভাগের মুফতিয়ানে কিরাম মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর রদের ব্যাপারে লেখেন,

> "মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর লেখা 'গাইরে সুদি ব্যাংকারি' যখন প্রকাশিত হয়ে জনসম্মুখে চলে এলো তখন সেটাকে খালি মাথায় খুব মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করলাম। একদম খালেস ইনসাফের দৃষ্টিতেই অধ্যয়ন করলাম; হয়তো তাতে 'আপত্তিগুলোর দলিলসমৃদ্ধ ও তৃপ্তিদায়ক জবাব পাওয়া যাবে'। কিন্তু অধ্যয়ন শেষে মনে হলো, এই কিতাবে অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক আপত্তিকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে! আর অন্য আপত্তিগুলোর যেই জবাব দেওয়া হয়েছে তাও প্রশান্তিমূলক নয়। অথচ খুব জোরেশোরে প্রচারণা ও প্রোপাগান্ডা চালানো হচ্ছে যে, সকল আপত্তি জবাব দেওয়া হয়েছে!"[২]

২। এক ভাই বলেছেন, "পাকিস্তানের বিতর্ক কেন বাংলাদেশে আনা হচ্ছে?!"

আমরা শুধু এতটুকুই বলতে চাই, 'ইসলামি ব্যাংকিং কি শুধু পাকিস্তানেই আছে?! বাংলাদেশে নেই?! যেখানে ইসলামি ব্যাংকিং আছে সেখানে এই বিতর্ক চলবে এটাই স্বাভাবিক।

৩। একজনের বক্তব্য এমন, "এই অনুবাদের কারণে বাংলাদেশে ফিতনা সৃষ্টি হবে" ইলমি মুনাকাশাকে যারা ফিতনা মনে করে তাদের সাথে আলোচনা বা তাদের কথার খণ্ডনে কিছু লেখায় কোনো ফায়েদা নেই। শুধু এতটুকু প্রশ্ন রাখতে চাই, "ইসলামি ব্যাংকের নামে এ দেশে হাজারো মুসলমানদের সুদ খাওয়ানো হচ্ছে, ব্যাংকিং খাতকে ইসলামাইজেশন করে বৈশ্বিক পুঁজিবাদকে শক্তিশালী করে ইসলামের অর্থব্যবস্থা, রাজনৈতিকব্যবস্থা-সহ পুরো ইসলামকে দুনিয়া থেকে মুছে ফেলার রাস্তাকে সুগম হচ্ছে, তা কী ফিতনা নয়?!"

---

[২]. *গাইরে সুদি ব্যাংকারি, এক মুনসিফানা জায়িজা*, পৃ. ২৮

৪। একজন বলেছেন, "এই অনুবাদের মাধ্যমে এমন কিছু ব্যক্তি তৈরি হবে যাদের মনে মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ ও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে ভুল বার্তা পৌঁছাবে।"

আমাদের পর্যবেক্ষণ হলো, কিতাবটিতে মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহকে পরিপূর্ণ সম্মান দিয়ে কথা বলা হয়েছে। আদাবুল ইখতিলাফে কোনো কমতি করা হয়নি। মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর সাথে আমাদের অবস্থান কেমন হবে সে ব্যাপারে সুস্পষ্ট বার্তা কিতাবের মধ্যেই দেওয়া আছে। কেউ যদি সেটা গ্রহণ না করে সেটা তার ব্যক্তিগত সমস্যা। এর সাথে লেখক, কিতাব বা অনুবাদের কোনো সম্পর্ক নেই। মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর গাইরে সুদি ব্যাংকারি কিতাবের অনুবাদ পড়েও অনেকের মনে পাকিস্তানের বড় বড় আলেমের ব্যাপারে খারাপ ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এ জন্য তো আর কিতাব, কিতাবের লেখক, অনুবাদ বা অনুবাদক দায়ী হতে পারেন না! এটা একান্তই পাঠকের রুচি, স্বভাব ও ইলমি মুনাকাশাকে হজম করার শক্তির ওপর নির্ভরশীল। কারও নিজস্ব বদহজম ও বদখাসলতের দায় অনুবাদের ওপর চাপানো নিঃসন্দেহে অযৌক্তিক ও বাস্তবতাবিরোধী।

বাকি রইল "ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে ভুল বার্তা পৌঁছাবে"। আসলে আমরা কোনো ভুল বার্তা নয় -সঠিক বার্তাই দিতে চাই- প্রচলিত ব্যাংক আর ইসলামি ব্যাংক বিশ্বব্যাপী সুদ প্রচারের কাজকে সমানভাবে শক্তিশালী করে যাচ্ছে। তাই এ ব্যাপারে খারাপ ধারণা নয় স্পষ্ট ধারণাই থাকা চাই, সুদের সবচেয়ে বড় প্রতিষ্ঠান ব্যাংক আর যা-ই হোক কখনোই ইসলামি হতে পারে না। তাই মুসলমানদের উচিত এই ধোঁকা থেকে বের হয়ে আসার জন্য কাজ শুরু করে দেওয়া।

মূল কিতাব নিয়ে কিছু কথা

কিতাবটিতে প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার ব্যাপারে পাকিস্তানের অধিকাংশ আহলুল ইলম ও মুফতির মত ও ফতোয়াকে দলিল-সহ উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের সকলের অভিমত হলো 'প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিপূর্ণভাবে নাজায়েজ ও হারাম'। একদম অপারগতার ভিত্তিতে ব্যাংকের সাথে যেসব লেনদেন ওলামায়ে কেরাম জায়েজ বলেন সেগুলোর ক্ষেত্রে ইসলামি ব্যাংক এবং কনভেনশনাল ব্যাংকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। উভয় ধরনের ব্যাংকেই অপারগ অবস্থায় জায়েজ লেনদেনগুলো করা বৈধ।

সামগ্রিকভাবে আমার কাছে কিতাবটি খুবই চমৎকার ও সুখপাঠ্য মনে হয়েছে। আর দালিলিক উপস্থাপনা ছিল অসাধারণ। যদিও অনেক মাসআলায় উল্লেখিত দলিলগুলোর চেয়ে আরও অনেক সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী দলিল আনা সম্ভব ছিল। কিতাবের বিভিন্ন জায়গায় মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর রদ করা হয়েছে, কিন্তু খুবই সম্মানজনক ও আদবপূর্ণ ভাষায়। আদাবুল ইখতেলাফের একটি উৎকৃষ্ট নমুনা আমরা এই কিতাবের মধ্যে পাব ইনশাআল্লাহ।

কিতাবের একটি দুর্বল দিক হলো কিতাবটি কয়েকজন মিলে সংকলন করেছেন। এজন্য বিভিন্ন জায়গায় প্রকাশভঙ্গি বিভিন্ন রকম হয়েছে। কিছু কিছু বিষয় কয়েকবার আলোচনায় এসেছে। শক্তিশালী দলিলের পাশাপাশি কিছু দুর্বল দলিল এবং মূল বিষয়ের বাইরে গৌণ, অপ্রাসঙ্গিক ও আনুষঙ্গিক বিষয়ও এসে গিয়েছে। যেগুলো না থাকলে অনেক ভালো হতো (কারণ অনেক সময় প্রতিপক্ষ মৌলিক ও শক্তিশালী দলিল, আপত্তি, ইশকাল ইত্যাদি সম্পূর্ণ বা অনেকাংশে এড়িয়ে গিয়ে এসব দুর্বল দলিল ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়েই বেশি মাতামাতি করে। এগুলোর রদ করেই মানুষকে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করে যে, আমরা তো সব দলিল ও আপত্তির জবাব দিয়ে দিয়েছি!)। যা-ই হোক দুনিয়ার গ্রহণযোগ্য কোনো কিতাবের গ্রহণযোগ্যতার অর্থ এই নয় যে, তার প্রতিটা হরফ সঠিক হতে হবে! বরং, সামগ্রিকভাবে কোনো কিতাব যদি শক্তিশালী দলিলে সমৃদ্ধ হয় তাহলে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু দুর্বল দলিলের উপস্থিতি থাকলে তা কিতাবের মান ক্ষুণ্ন করতে পারে না। আর আলহামদুলিল্লাহ এই কিতাবটি সেই মানে পরিপূর্ণ উত্তীর্ণ।

অনুবাদ নিয়ে কিছু কথা

অনুবাদের ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিছু কথা নিম্নে উল্লেখ করছি,

- মূল কিতাবের ভাবকে অক্ষুণ্ন রেখে ভাষাগত প্রাঞ্জল রাখার সাধ্যমতো চেষ্টা করা হয়েছে। তবে যেহেতু কাঁচা হাত সেই হিসেবে অনেক ভুলভ্রান্তি থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আশাকরি পাঠক ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।
- বিভিন্ন সময় অনুবাদের স্বার্থে কিছু শব্দ যোগ করতে হয়েছে। সেগুলোকে অনেক সময় বন্ধনীতে উল্লেখ করা হয়েছে, আবার কখনো মূল অনুবাদের সাথে মিলিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কোনো মূলনীতি অনুসরণ করা হয়নি।
- কিতাবের মূল বক্তব্যে কোনো অস্পষ্টতা থাকলে বন্ধনীর মাধ্যমে অনেক জায়গায় সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে অনেক সময় শেষে 'অনুবাদক' লেখা হয়েছে আবার কখনো লেখা হয়নি।
- টীকা সংযোজন করা হয়েছে খুবই কম। যেখানে খুবই প্রয়োজন পড়েছে সেখানেই শুধু টীকা সংযোজন করা হয়েছে। কারণ আমরা চাচ্ছিলাম, কিতাবটি হুবহু মূল কিতাবের কাছাকাছি থাকুক। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে তেমন কিছু সংযোজন-বিয়োজন করব না।
- কিতাবটি পরিপূর্ণ ইলমি এবং ইলমি পরিভাষায় পরিপূর্ণ। আর এর আসল পাঠক মূলত ওলামায়ে কিরাম এবং ফিকহের তালিবুল ইলমগণ। তবু আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি যেন সব শ্রেণির পাঠকদের জন্য অনুবাদ বোধগম্য হয়। তবু খালেস

ইলমি কিতাব হিসেবে কিছু জটিলতা অবশ্যই রয়ে গিয়েছে। সেটা দূর করার জন্য আহলুল ইলমদের শরণাপন্ন হওয়া জরুরি।

- ▶ অনুবাদের শেষে আরও দুইটি লেখা কিতাবের বিষয়বস্তুর সাথে মিল থাকা ও গুরুত্ব বিবেচনায় সংযোজন করা হয়েছে।
- ▶ কিতাবের একদম শেষে বোঝার সুবিধার্থে 'শব্দাভান্ডার ও পরিভাষাকোষ' শিরোনামে কিছু মৌলিক পরিভাষার ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং কিছু শব্দের মর্ম সুস্পষ্ট করা হয়েছে।

পাঠকদের উদ্দেশে

পাঠকদের উদ্দেশে অতি সংক্ষেপে আরজ করতে চাই, বর্তমান বিশ্বকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একেবারে গ্রাস করে ফেলেছে। আর তা এতই শক্তিশালী যে, এর থেকে মুক্তি পাওয়া আমাদের জন্য অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে সেটা আমরা কুরআন, সুন্নাহ, সিরাত এবং সাহাবায়ে কেরামের কর্মপদ্ধতি থেকে গ্রহণ করব ইনশাআল্লাহ। তবে আমাদের সাধ্যমতো আপাতত যতটুকু না করলেই নয় তা হলো, আমাদের নিজেদেরকে পরিপূর্ণরূপে ইসলামি শরিয়তের অনুগামী বানাতে হবে, নিজেদের কোনো বিশেষ সুবিধার কারণে ইসলামি শরিয়তকে নিজেদের খাহেশাতের অনুগামী বানানো যাবে না। এজন্য বিভিন্ন আলেমের বিচ্ছিন্ন ও তুলনামূলক সহজ মতগুলো খুঁজে বের করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। এই একটা কাজই কোনো মানুষকে আল্লাহর দ্বীন থেকে বিচ্যুত করে গোমরাহ করার জন্য যথেষ্ট। সর্বশেষ একটি কথা বলতে চাই, কিতাবটি পড়ার সময় অবশ্যই সঠিকটা জানার নিয়তে এবং আগে থেকেই কিছু নির্ধারণ না করে সম্পূর্ণ খালি মাথায় অধ্যয়ন করুন। ইনশাআল্লাহ সঠিক অবস্থা অনেকাংশেই বুঝে আসবে। আল্লাহ তাআলা তাওফিক দান করুন। আমিন।

যা-ই হোক এই কিতাবের অনুবাদের ক্ষেত্রে আমাকে সবচেয়ে যিনি বেশি সাহায্য করেছেন মাওলানা আব্দুল্লাহ বিন বাশির ভাই। অনুবাদের পুরোটা সময় ধরে তিনি আমাকে অনেক অনেক পরামর্শ দিয়েছেন যা কখনো ভোলার নয়! যখন কোনো বিশেষ হাওয়ালার দরকার ছিল খুঁজে দিয়েছেন, উৎসাহের দরকার তাও তিনি দিয়েছেন। আবার যখন কাজ আদায়ের জন্য চাপ দেওয়া দরকার সেটাও খুবই দক্ষতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন! আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে জাযায়ে খাইর দান করুন এবং তাকে ও তার নসলকে মুসলিম উম্মতের খেদমতের জন্য কবুল করুন। আমিন।

এখানে আরেকজন বিশেষ মানুষের কথা না বললেই নয় তিনি হলেন মাওলানা আরিফুল ইসলাম সাহেব (শিক্ষক, ইফতা বিভাগ, মাদরাসাতু আলী রা. শিবুমার্কেট, নারায়ণগঞ্জ)। যিনি অনেক ব্যস্ততা সত্ত্বেও দীর্ঘ সময় ব্যয় করে পুরো অনুবাদ মূলের

সাথে মিলিয়ে দেখেছেন ও অনুবাদের ভাষা সম্পাদনা করেছেন। এতটুকু বলতে কোনো দ্বিধা নেই যে, তার এই কষ্টসাধ্য মেহনতের বদলেই অনুবাদটি অনেক বেশি সাবলিল ও প্রাঞ্জল হয়েছে যা আমার পক্ষে হয়তো করা সম্ভব হতো না। আল্লাহ তাকে এর উত্তম বিনিময় দান করুক। আমিন।

আমাদের এই অনুবাদের অনেক বড় একটি পাওয়া হলো জামিয়া বানুরি টাউনের ফতোয়া বিভাগের পক্ষ থেকে হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ ইনআমুল হক কাসেমি হাফিজাহুল্লাহর তাকরিজ (অভিমত)। আর তাকরিজটি এনে দিয়েছেন মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামি রহিমাহুল্লাহর সাহেবজাদা হজরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইসমাইল হাফিজাহুল্লাহ। এজন্য তার শুকরিয়া আদায় করেও শেষ করতে পারব না। তার প্রতিদান আল্লাহ তাআলাই দেবেন। এ ক্ষেত্রে আমাদেরকে মুহতারাম ভাই মাওলানা হোসাইন আহমাদ জাবের হাফিজাহুল্লাহও সহায়তা করেছেন। আল্লাহ তাআলা তাকেও জাযায়ে খাইর দান করুন। আমিন।

প্রকাশক মাওলানা বোরহান আশরাফী হাফিজাহুল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপন না করাটা অন্যায় হবে। বইটি প্রকাশের শুধু সাহসই নয় বরং আমাকে কাজটির জন্য যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করেছেন। পাশাপাশি হালকা-লঘু চাপও দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা তাকেও জাজায়ে খাইর দান করুন এবং উম্মতের জন্য কবুল করুন। আমিন।

আর আমার বড় হওয়া, লেখালেখি শেখা সবকিছুর পেছনে যাদের অবদান তারা হলেন আমার পিতা-মাতা। তাদের শুকরিয়া তো আদায় করে শেষ করা সম্ভব নয়! তাদের প্রতিদান আল্লাহ তাআলা স্বয়ং নিজ হাতে দেবেন ইনশাআল্লাহ। পরিশেষে যার কথা না বললেই নয়, যার বিশেষ উৎসাহে ও বিশেষ পদক্ষেপে আমি খুব অল্প সময়ে অনুবাদের কাজটি শেষ করতে পেরেছিলাম, যিনি সবসময় আমার পাশে থেকে আমাকে উৎসাহ যুগিয়েছেন তিনি হলেন উম্মে উসামা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাকে জাযায়ে খাইর দান করুন, তাকে প্রকৃত অর্থে উম্মে উসামা বানিয়ে উম্মতের জন্য ভবিষ্যৎ-উসামা তৈরি করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

জীবনের প্রথম অনুবাদের কাজ। একদমই কাঁচা হাত। সুতরাং ভুলভ্রান্তি যে প্রচুর পরিমাণে থাকবে তা সহজেই অনুমেয়। এজন্য অগ্রিম ক্ষমাপ্রার্থী। সবশেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাকে ক্ষমা করে দেন, আমার সকল নেক আমল কবুল করে নেন, ছোট বড় সকল গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন, ফিতনা থেকে মুক্ত রাখেন, তার নিরাপত্তার চাদরে ঢেকে রাখেন এবং সকল অনিষ্ট থেকে হেফাজত করেন, আর অনুবাদটিকে মূল বইয়ের মতোই যেন তিনি উম্মতে উপকারের জন্য কবুল করে নেন। আমিন ইয়া রব্বাল আলামিন।

اللهم أرنا الحق حقا و ارزقنا اتباعه و أرنا الباطل باطلا و ارزقنا اجتنابه.

আবু উসামা জাফর (গুফিরা লাহু)

১৯/০২/১৪৪৫ হি.

০৫/০৯/২০২৩ ইং

সূচি

অভিমত : শাইখুল হাদিস আল্লামা সালিমুল্লাহ খান রহ. ২৭
ভূমিকা : আধুনিক সমস্যাগুলো সমাধানের স্থায়ী কর্মপদ্ধতি ৩৫
প্রাককথন ৪৭
সুদ ও সুদের বিকল্প ৪৭
শরিকানা ব্যবসায় পদ্ধতি এবং প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং ৪৭
প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকগুলোর কার্যক্রম ৪৮
প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং এবং উলামায়ে কিরাম ও জনসাধারণ ৪৯
প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং এবং জুমহুর (অধিকাংশ) উলামায়ে কিরামের অবস্থান ৫০
মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ এবং তাঁর সমালোচকগণ ৫২
প্রথম প্রকার সমালোচক ৫২
দ্বিতীয় প্রকার সমালোচক ৫৩
তৃতীয় প্রকারের সমালোচক ৫৪
ইখতিলাফ থেকে বাঁচার উপায় ৫৫
ওয়াজাহাত ৫৬
ওজরখাহি ৫৭

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : ব্যাংক এবং ইসলাম (Bank & Islam) ৫৯
ব্যাংকের মৌলিক ধারণা ৫৯
ব্যাংকিংয়ের ইসলামি ধারণা ৬১
ইতিহাসের আয়নায় ইসলামি ব্যাংকিং ৬৪
ইসলামি ব্যাংকিংয়ের সূচনা ও পরিণতি ৬৪
পাকিস্তানে ইসলামি ব্যাংকিং স্থিতিশীল করার এক বিরল কৌশল ৬৫
রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সুদবিহীন অর্থায়নের প্রচেষ্টাসমূহ ৬৬
নজরিয়াতি কাউন্সিলের রিপোর্টের ব্যাপারে উলামায়ে কিরামের প্রতিক্রিয়া ৬৭
পাকিস্তানে সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আইনি লড়াই ও তার পরিণতি ... ৬৮
হজরত মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ এবং ইসলামি ব্যাংকিং . ৬৯
দেশের জুমহুর উলামায়ে কেরাম এবং ইসলামি ব্যাংকিং ৭১
জুমহুর উলামায়ে কিরামের অবস্থানের সারসংক্ষেপ ৭৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের শাব্দিক ও চিন্তাগত ত্রুটিসমূহ ৭৭
প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকগুলোকে ইসলামি ব্যাংক বলা ৭৭
সারকথা ৮২
প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং এবং পশ্চিমা ব্যাংকিংয়ের মাঝে কর্মপদ্ধতিগত সাদৃশ্য..৮২
পশ্চিমা বিশ্বের অনুকরণের জজবা ও আগ্রহ..... ৮৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ওপর অনাস্থার প্রাথমিক কারণসমূহ..৮৭
প্রথম কারণ: ইসলামি ব্যাংকগুলোর ওপর জনসাধারণের অভিযোগ ৮৭
দ্বিতীয় কারণ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকগুলোর কিছু জিম্মাদার ও দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের চিন্তাধারা ও মনোভাব..... ৮৯
তৃতীয় কারণ : বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদগণের পক্ষ থেকে ইসলামি ব্যাংকগুলোর ব্যাপারে ইনসাফভিত্তিক বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা ৯০
চতুর্থ কারণ : মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর সতর্কতামূলক মনোভাব এবং তার সততা ও নিষ্ঠাপূর্ণ বিশ্লেষণ ৯৩
প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং অনৈসলামি হওয়ার ব্যাপারে চূড়ান্ত দলিল..... ৯৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ে ব্যবহৃত পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা...১০০
মুশারাকা ও মুদারাবা (musharaka and mudaraba) ১০০
মুরাবাহা মুআজ্জালা (Murabaha) ১০১
সালাম এবং ইস্তিসনা (Salam and Istisna) ১০১
কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা (juristic person) ১০১
গভীরভাবে বিবেচনাযোগ্য একটি বিষয় ১০২
বড় আফসোসের ব্যাপার ১০৩
একটি বিশেষ কথা..... ১০৩
পঞ্চম পরিচ্ছেদ : কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা : ফিকহি বিশ্লেষণ ১০৪
ভূমিকা..... ১০৪
কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার প্রথম ও দ্বিতীয় নজির : ওয়াকফ ও বাইতুল মাল..... ১০৫
পর্যালোচনা..... ১০৫
কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার তৃতীয় নজির ১০৯
তারিকায়ে মুসতাগরাকা বিদ দাইন : (التركة المستغرقة بالدين)..... ১০৯
পর্যালোচনা..... ১০৯
কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার চতুর্থ নজির ১১১
পর্যালোচনা..... ১১১
কোম্পানির সীমিত দায়ের (limited liabilities) দর্শন ১১২
সীমিত দায়ের প্রথম নজির ১১৩
পর্যালোচনা..... ১১৩
সীমিত দায়ের দ্বিতীয় নজির ১১৭

পর্যালোচনা ১১৭
সীমিত দায়ের তৃতীয় নজির ১২০
পর্যালোচনা ১২০
বিশেষ কথা ১২৩
কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তার আসল বাস্তবতা ও মতলব ১২৩
কৃত্রিম ব্যক্তিসত্তা ও সীমিত দায়ের শরয়ি হুকুম ১২৪
বিশেষ কথা ১২৮

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থার ফিকহি বুনিয়াদসমূহের পর্যালোচনা .. ১৩১
কয়েকটি সর্বসম্মত শরয়ি মূলনীতি ১৩১
প্রথম মূলনীতি : উমুমে বালওয়া। (عموم بلوى) ১৩১
দ্বিতীয় মূলনীতি : হিলা-বাহানা ও রুখসত তালাশের নীতিমালা ১৩২
তৃতীয় মূলনীতি : হিলা ও রুখসতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা হিসেবে গ্রহণ করা নাজায়েজ ১৩৬
চতুর্থ মূলনীতি : 'শুবহাতুর রিবা'ও প্রকৃত 'রিবা'র অন্তর্ভুক্ত ১৩৯
পঞ্চম মূলনীতি : হালাল ও হারাম মুখোমুখি হলে হারামের দিক প্রাধান্য পায় . ১৪০
ছষ্ঠ মূলনীতি : ফাসিদ লেনদেনের হুকুম ১৪১
সপ্তম মূলনীতি : চুক্তি সংশোধনের মূলনীতি ১৪২
অষ্টম মূলনীতি : ফাসিদ ও ভ্রান্ত তাবিল থেকে বেঁচে থাকা ১৪৪
নবম মূলনীতি : লেনদেনের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া এবং অন্য মাজহাব অনুযায়ী ফতোয়া দেওয়া ১৪৫
দশম মূলনীতি : লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও বাস্তবতার প্রতি লক্ষ রাখা ১৪৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : মুদারাবা ও মুশারাকার ভিত্তিতে ইসলামি ব্যাংকিং ১৪৮
কোম্পানি বনাম পারিভাষিক শিরকত ১৪৮
ব্যাংক কি কোম্পানি না মুদারাবা-মুশারাকাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান ১৪৯
মুদারাবা-মুশারাকার ভিত্তিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনার সম্ভাবনা ১৫০
শিরকত-মুদারাবা ও ব্যাংকের মাঝে মজ্জাগত বুনিয়াদি পার্থক্য ১৫০
শিরকত-মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনার প্রত্যাশা এবং তার পর্যালোচনা ১৫১
ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মূল ভিত্তি এবং কিছু কথা ১৫২
প্রথম কথা : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকগুলোতে শিরকত ও মুদারাবার অবস্থান .. ১৫২
দ্বিতীয় কথা : সীমিত দায়ের ব্যাপারে ব্যাংকের দ্বিমুখী নীতি ১৫৫
তৃতীয় কথা : ইসলামি ব্যাংকগুলোর শরিয়তবিরোধী চুক্তি ১৫৫
একটি আপত্তি ১৫৭

উত্তর.....১৫৭
শিরকত ও মুদারাবায় মুনাফা নির্ধারণ ও আনুপাতিক হার নির্ণয় ১৬২
মুনাফা বণ্টন-পদ্ধতি.....১৬২
পর্যালোচনা.....১৬৩
লভ্যাংশ বণ্টনের ওয়েটেজ (weightage) পদ্ধতি.....১৬৬
পর্যালোচনা.....১৬৬
নির্ধারিত সময় আসার পূর্বেই মুশারাকা খতম করে দেওয়া.....১৬৬
শিরকতে মুতানাকিসার চুক্তিগত অবস্থা ১৬৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে মুরাবাহা মুআজ্জালা ও ইজারা ১৭০
প্রথম দৃষ্টিভঙ্গি.....১৭০
দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি.....১৭১
পর্যালোচনা.....১৭২
তৃতীয় দৃষ্টিভঙ্গি.....১৭২
গুনাহর পক্ষে অজুহাত পেশ করা স্বয়ং গুনাহর চেয়েও বড় অপরাধ ১৭৩
চতুর্থ পরিচ্ছেদ : প্রচলিত মুরাবাহা ও ইজারাকে অর্থায়ন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে জুমহুর উলামায়ে কেরামের অবস্থান ১৭৪
প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ে মুরাবাহা ও ইজারাকে হিলা হিসেবে ব্যবহার করার হুকুম ১৭৪
প্রচলিত ইজারা ও মুরাবাহার ব্যাপারে শাখাগত কিছু আপত্তি ১৭৮
ব্যাংকিং মুরাবাহার সম্ভাব্য সুরত.....১৮১
ব্যাংকিং মুরাবাহার মধ্যে পারিভাষিক মুরাবাহা ও দায় ১৮২
প্রচলিত ব্যাংকিং মুরাবাহায় উকিল বানানোর স্বরূপ.....১৮
ব্যাংকিং মুরাবাহার ক্ষেত্রে পেশকৃত চুক্তিনামাই যে আসল ও প্রধান তার একটি উদাহরণ.....১৮৫
ব্যাংকিং ইজারা এবং কয়েকটি মৌলিক কথা.....১৮৬
প্রথম কথা: ইজারা চুক্তিতে উভয় পক্ষের মৌলিক উদ্দেশ্য ১৮৬
ব্যাংকিং ইজারা এবং একটি যাচাইমূলক প্রশ্ন ১৮৭
পর্যালোচনা.....১৮৯
বিশেষ কথা ১৯০
দ্বিতীয় কথা : ইজারার খরচাপাতি এবং ক্ষতিপূরণের দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ.....১৯০
ইজারাগ্রহীতার ওপর ভাড়া ছাড়া অন্য কোনো শর্ত করা.....১৯১
তৃতীয় কথা : প্রচলিত ইজারা চুক্তির মধ্যে নির্ধারিত ভাড়ার হার প্রথাগত সুদি ব্যাংকগুলোর হারেই নির্ধারণ করা হয়েছে ১৯৪
মুনাফা ও ভাড়ার হারের স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণের ক্ষেত্রে ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে আপত্তি .১৯৫
শরিয়তবিরোধী স্ট্যান্ডার্ডের বিপরীতে প্রস্তাবিত বিকল্পের স্বরূপ!.....১৯৬

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : চ্যারিটি ফান্ড (Charity fund) কি সদাকা না জরিমানা? ...১৯৯
বাস্তবতা ও প্রয়োজন.....১৯৯
একটি উসুলি কথা.....২০০
সদাকা বাধ্যতামূলক করা এবং তার আবশ্যকতা.....২০২
ইমাম হাত্তাবের বক্তব্যের আলোকে চ্যারিটি ফান্ড.....২০৩
ফুকাহায়ে কিরামের ইজমার আলোকে প্রচলিত চ্যারিটি ফান্ড.....২০৫
পারিভাষিক ওয়াদার শরয়ি অবস্থান.....২০৬
ওয়াদা ও আহদের মাঝে পার্থক্য.....২০৮
ইলতিজামুত তাসাদ্দুক (Undertaking of Charity) ওয়াদা নাকি শর্ত?...২০৮
অবশ্য পালনীয় ওয়াদাসমূহ.....২০৮
ইলতিজামুত তাসাদ্দুকের ক্ষেত্রে ওয়াদার অবস্থান.....২০৯
ইলতিজামুত তাসাদ্দুক বনাম পারিভাষিক সদাকা.....২১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকগুলোর সিকিউরিটি ডিপোজিটের শরয়ি অবস্থান.....২১৩
ইজারার জন্য সিকিউরিটির শর্ত করা.....২১৪

চতুর্থ অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বৈধতার ফতোয়ার ব্যাপারে উসুলি পর্যালোচনা.....২১৭
ওয়াজাহাত.....২১৮
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং শরিয়তবিরোধী হওয়ার কিছু কারণ...২২৫
প্রারম্ভিক কথা.....২২৫
প্রথম কারণ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের চিন্তাধারার বিশ্লেষণ.....২২৬
দ্বিতীয় কারণ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকগুলোতে ইসলামি অর্থায়ন পদ্ধতিগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ না করা.....২২৮
তৃতীয় কারণ : কনভেনশনাল ও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মাঝে রুচিগত সামঞ্জস্যতা.....২২৯
চতুর্থ কারণ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকগুলোতে শরিয়তবিরোধী লেনদেনের সংমিশ্রণ .২২৯
পঞ্চম কারণ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকগুলোতে শরিয়তবিরোধী চিন্তাধারা ও কর্মপরিকল্পনার উপস্থিতি.....২৩০
ষষ্ঠ কারণ : সুদি লেনদেনের সাথে প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের সাদৃশ্যতা....২৩১
সপ্তম কারণ : গাইরে শরয়ি নীতিমালাকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা.....২৩১
অষ্টম কারণ : ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে খতরনাক কিছু সুদি হিলা-বাহানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা.....২৩৩

অভিযোগ ও অনুযোগ..... ২৩৩
ইনসাফের প্রত্যাশা ২৩৪
নবম কারণ : ব্যাংক ও শিরকত-মুদারাবার মধ্যে রুচিগত পার্থক্য..... ২৩৪
দশম কারণ : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংকে বৈধতা দানকারী ফতোয়াসমূহের ওপর মৌলিক আপত্তি..... ২৩৫
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : আধুনিক ব্যাংকারদের কিছু আপত্তি ও তার জবাব..... ২৩৬
ভূমিকা..... ২৩৬
প্রথম আপত্তি : নিজেরাও খেলবেন না, অন্যদেরও খেলতে দেবেন না! ২৩৬
জবাব ২৩৬
দ্বিতীয় আপত্তি : অভিযোগ না করে ভুল-ত্রুটিগুলো ধরিয়ে দিন..... ২৩৬
জবাব ২৩৭
তৃতীয় আপত্তি : ঠিক আছে, তাহলে একটি বিকল্প পেশ করুন..... ২৩৮
জবাব ২৩৮
বিশেষ কথা ২৪০
চতুর্থ আপত্তি : ইসলামি ব্যাংকিংয়ের জন্য চেষ্টাপ্রচেষ্টা কি তাকলিফু মালা ইউতাক (অসম্ভব বিষয়ের আদেশের) অন্তর্ভুক্ত?..... ২৪১
জবাব ২৪১
পঞ্চম আপত্তি : তাহলে কি আমরা ইসলামি ব্যাংকিং ছেড়ে দেবো?..... ২৪৪
জবাব ২৪৪
ষষ্ঠ আপত্তি : অভিযোগকারীদের উদ্দেশ্য কি উৎসাহ প্রদান করা না শুধুই সমালোচনা করা ২৪৫
জবাব ২৪৫
সপ্তম আপত্তি : ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও 'দুই ক্ষতির মধ্যে তুলনামূলক কম ক্ষতি গ্রহণ করা'র মূলনীতি..... ২৪৭
জবাব ২৪৭
অষ্টম আপত্তি : মুআমালাতের ক্ষেত্রে তাওয়াসসু-এর দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইসলামি ব্যাংকিংয়ের প্রয়োজনীয়তা? ২৪৯
জবাব ২৫০
নবম আপত্তি : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বিরোধিতার কারণ কি হিংসা কিংবা অজ্ঞতা? ২৫৩
জবাব ২৫৩
দশম আপত্তি : প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম এতদিন কেন খামোশ ছিলেন? ২৫৩
জবাব ২৫৪

আপত্তি ও জবাবসমূহের পরিশিষ্ট ২৫৯
আপত্তি : সম্মিলিত ফতোয়া কি একতরফা ফায়সালা?..... ২৫৯
জবাব ২৫৯
আপত্তি : সম্মিলিত ফতোয়া প্রদানের সময় ইসলামি ব্যাংকিং সমর্থক আলেমদেরকে কেন সাথে রাখা হলো না ২৬০
জবাব ২৬০
আপত্তি : মিজান ব্যাংকের ওয়াজাহাত ও তার জবাব ২৬১
জবাব ২৬২
আপত্তি : 'ব্যাংক ইসলামি'র ওয়াজাহাত ও তার জবাব..... ২৬৬
জবাব ২৬৭
আপত্তি : সম্মিলিত ফতোয়া কি ব্যক্তিগত আক্রোশ মাত্র?..... ২৭১
জবাব ২৭১
আপত্তি : সম্মিলিত ফতোয়া ও ফিতনা..... ২৭২
জবাব ২৭২
আপত্তি : উভয় প্রকার ব্যাংকের মাঝে বাহ্যিক মিল থাকার ব্যাপারে ইশকাল-জবাবের ওয়াজাহাত ২৭৩
জবাব ২৭৩
আপত্তি : শরয়ি বিধান বিশ্লেষণে কি ইংরেজি জানা জরুরি?..... ২৭৫
জবাব ২৭৫
অভিমত : হজরত মাওলানা মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামি রহিমাহুল্লাহ..... ২৮৪
দারুল উলুম মুঈনুল ইসলাম হাটহাজারী বাংলাদেশ-এর আহলে ইলম ও মুফতিগণের সমর্থন..... ২৮৬
পরিশিষ্ট : এক..... ২৯১
ব্যাংকিং সুদের বিকল্পব্যবস্থা : প্রয়োজনীয়তা ও বাস্তবতা মুফতি রফিক আহমদ বালাকোটি হাফিজাহুল্লাহ..... ২৯১
ব্যাংকিং সুদ নির্মূল ২৯৮
ব্যাংক ও জনসাধারণ ৩০০
সারকথা ৩০৩
পরিশিষ্ট : দুই..... ৩০৫
আমাদেরও কিছু স্মৃতি : মুফতি রফিক আহমাদ বালাকোটি হাফিজাহুল্লাহ..... ৩০৫
শব্দভান্ডার ও পরিভাষাকোষ ৩০৯

অভিমত

শাইখুল হাদিস আল্লামা সালিমুল্লাহ খান রহ.

চেয়ারম্যান বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, পাকিস্তান

الحمد لله و كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. قال الله تعالى:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوٰاْ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَٰنُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓاْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَوٰاْ ۗ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوٰاْ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَانتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى اللهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ ٢٧٥ يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَوٰاْ وَيُرْبِى الصَّدَقَٰتِ ۗ وَاللهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة: ٢٧٦] يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ [البقرة: ٢٧٨]

روى الدارقطني عن حنظلة غسيل الملائكة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: لدرهم ربا أشد على الله من ست و ثلاثين زنية في الخطيئة.

و روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال: الربا تسعة و تسعون بابا أدناها كإتيان الرجل بأمه. (رواه أبو داؤد)

عن ابن عباس ﷺ في تفسير قوله تعالى (فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله و رسوله) فمن كان مقيما على الربا لا ينزع عنه فحق على إمام المسلمين أن يستتيبه ، فإن نزع وإلا ضرب عنقه . (ابن كثير)

কুরআনে বিভিন্ন আয়াত এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অসংখ্য হাদিস থেকে সুদের ভয়াবহতা, স্পর্শকাতরতা এবং নিকৃষ্টতা সুস্পষ্ট ও সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত। এজন্য, সুদ তো বটেই! এমনকি যে-সকল লেনদেনে সুদের সংশয় রয়েছে সেগুলো পর্যন্ত হারাম করা হয়েছে! কুরআন সুন্নাহয় বর্ণিত এত সুস্পষ্ট ও ভয়াবহ ধমকি থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের তাবিল ও ব্যাখ্যার আশ্রয় নেওয়া এবং কাল্পনিক কিছু উপকারিতার দোহাই দেওয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

দুনিয়ার কারও কাছে অজানা নয় যে, বিশ্বব্যাংকিং ব্যবস্থা পুরোটাই ইহুদিদের পুঁজিবাদী ব্যবস্থাপনার একটা অপরিহার্য অংশ। ইসলামের সুমহান, নিষ্কলুষ ও সুষম অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার সাথে এই অশুভ ও অভিশপ্ত ব্যবস্থাপনার সামান্যতম

সম্পর্কও থাকতে পারে না। কারণ ইসলাম ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা আপন আপন লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে একদম পরস্পর বিপরীতমুখী দুটি বাস্তবতা। তাই ব্যাংকিং ব্যবস্থার ইসলামিকরণ যেমন গ্রহণযোগ্য নয় তেমনই ইসলাম ও ব্যাংকিং ব্যবস্থা একত্র করাও অসম্ভব!

আমার কথা হলো, যদি ইসলামিকরণের আওতায় এনে মদ, জুয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোকে জায়েজ বানানো সম্ভব না হয়; বরং তা সর্বদাই নাজায়েজ ও হারাম বলে গণ্য হয়, তাহলে যে সুদি ব্যবস্থা ইসলামের পরিবর্তে ইহুদিদের বানানো পুঁজিবাদী এজেন্ডাকে বাস্তবায়ন করে এবং পুঁজিবাদীদের স্বার্থ হাসিলের জন্যই কাজ করে সেই ব্যবস্থাকে কীভাবে 'ইসলামি' নাম দিয়ে জায়েজ বানানো সম্ভব?!

এজন্য যখন ইসলামি মূলনীতির আলোকে পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ করা হবে তখন এই বুনিয়াদি ও মৌলিক বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। নতুবা বাস্তবতা উন্মোচন করা অনেক মুশকিল হবে। বরং, পুরো বিষয়বস্তু একেবারে হ য ব র ল হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা ইনশাআল্লাহ বইতে যথাস্থানে আসবে। **আর এটাই দেশের (পাকিস্তানের) প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মুফতিগণের সম্মিলিত অবস্থান।**

তবে প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের সম্মিলিত ফতোয়া প্রকাশের পর দেশের বিভিন্ন মহলে যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে এবং বিভিন্ন গুঞ্জন চলছে তা পর্যবেক্ষণ করে আমি এখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি কথা পেশ করতে চাই।

প্রথম কথা : ইসলামি ব্যাংকিং সমর্থক হজরতদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে, 'মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত। খুব গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেই তিনি ইসলামি ব্যাংকিংয়ের সাথে কাজ করে যাচ্ছেন এবং এর সিলসিলা ও ধারাবাহিকতা ধরে রেখেছেন। অপরদিকে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফতোয়া প্রদানকারী মুফতিগণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার মুআমালা ও লেনদেন সম্পর্কে অবগত নন! তাই তাদের ফতোয়া গ্রহণযোগ্য নয়!' যখনই কোনো ব্যক্তি মিজান ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাছে কোনো একজন বিজ্ঞ ও গ্রহণযোগ্য মুফতির ফতোয়া উল্লেখ করে প্রচলিত সুদবিহীন ব্যাংকিংয়ের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেন তখনই তারা ব্যাংকিং সম্পর্কে মুফতি তাকি উসমানি সাহেবের দক্ষতার দাস্তান আওড়ানো শুরু করেন!

অধমের মতে, কুরআন-সুন্নাহয় সুদের ব্যাপারে এত কঠিন ও ভয়াবহ হুমকি-ধমকি থাকা সত্ত্বেও এবং সুদের সংশয়যুক্ত লেনদেনগুলো পর্যন্ত সর্বসম্মতিক্রমে সুদের মতোই হারাম হওয়া সত্ত্বেও, পুঁজিবাদের আওতাধীন সুদভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে কুরআন-সুন্নাহর মূলনীতি অনুযায়ী ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিচালনা ও বাস্তবায়নের ধারণা একেবারেই বাস্তবতা বিবর্জিত! বিপরীতে বাস্তব সত্য হলো, ইসলামি ব্যাংকিংয়ের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, এর মাধ্যমে হিলা-বাহানার আড়ালে ইসলামের সুপ্রমাণিত বিধানসমূহ থেকে পালিয়ে বেড়ানো হয় এবং ইমানি গাইরত ও তাকাজার বিপরীত বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া হয়।

এখানে আরেকটি ব্যাপার খুব ভালো ও গভীরভাবে লক্ষ করা দরকার। আর তা হলো, ওলামায়ে কিরামের সম্মিলিত ফতোয়ার পাশাপাশি দেশের সুপ্রসিদ্ধ, বিশিষ্ট ও দক্ষ অর্থনীতিবিদগণও ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ধারণাকে নাকচ করেছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জনাব জাস্টিস তানজিলুর রহমান, জনাব আব্দুল মুজিব আনসারি, ড. শাহেদ হাসান সিদ্দিকি, জনাব হাসানুজ্জামান আক্তার, ড. মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ এবং ড. জাবেদ আকবার আনসারি সাহেব প্রমুখ। **এঁদের মধ্যে ডক্টর জাবেদ আকবর আনসারি তো এমন ব্যক্তিত্ব যার তত্ত্বাবধানে স্বয়ং ইমরান আশরাফ সাহেব পিএইচডির থিসিস লিখেছেন। আনসারি সাহেব দীর্ঘ ২০ বছর লন্ডনে ইকোনোমিক্সের অধ্যাপনা করেছেন।** এ সকল হজরত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ধারণা ও সম্ভাবনা পরিপূর্ণরূপে নাকচ করেছেন। তাদের বক্তব্য হলো, 'সুদি ব্যাংকিং এবং সুদবিহীন ব্যাংকিং ব্যবস্থার মধ্যে বাস্তবসম্মত, গ্রহণযোগ্য কোনো পার্থক্য নেই'। এই হজরতগণ ব্যাংকিং ব্যবস্থার নাড়ি-নক্ষত্র সম্পর্কে যেমন পরিপূর্ণ অবগত, ঠিক তেমনই ব্যাংকিং ব্যবস্থা পরিপূর্ণরূপে ইসলামবিরোধী হওয়ার ব্যাপারেও তাঁরা পূর্ণ ও স্পষ্ট ধারণা রাখেন। দীর্ঘদিন ধরেই তাঁরা ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বিরুদ্ধে বলে আসছেন। তো তাঁদের সকলের গবেষণাকে একপাশে ফেলে রেখে শুধু মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর গবেষণার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকার কারণ কোনোভাবেই বুঝে আসে না।

আম-খাস সবাই জানে, ওলামায়ে কিরামের সম্মিলিত ফতোয়া অনেক পরে প্রকাশ করা হয়েছে। এর অনেক আগে থেকেই তাঁরা ব্যক্তিগতভাবে এবং দারুল ইফতার বিভিন্ন ফতোয়ার মাধ্যমে এই নাম সর্বস্ব ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বিরুদ্ধে বলে আসছেন। তাহলে কেন ব্যাংকিং সম্পর্কে দক্ষ ব্যক্তিবর্গের কথায় কোনো কর্ণপাত করা হচ্ছে না? বিজ্ঞ ওলামায়ে কিরামের ফতোয়ার প্রতিও কোনো গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না? অথচ অন্য সকল ক্ষেত্রে তাদের ফতোয়া কোনো ধরনের চিন্তা-ভাবনা ও দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই গ্রহণ করা হচ্ছে। বাহ্যিকভাবে এই বৈপরীত্যের কারণ এ ছাড়া আর কি হতে পারে যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে তারা কিছু ফায়দা লুটে নিতে পারবে! যদি বাস্তবেই এসব ফায়দা লুফে নেওয়ার উদ্দেশ্যে মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর ফতোয়া গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং এই লক্ষ্যেই তাঁর বক্তব্যকে চূড়ান্ত বিবেচনা করা হয়, তাহলে এটা নফসের খাহেশাত ও কামনা-বাসনার অনুসরণ ছাড়া আর কিছুই না! এটা কোনোভাবেই শরিয়তের অনুসরণ হতে পারে না।

দ্বিতীয় কথা : দীর্ঘদিন ধরেই ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে পাকিস্তান-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছিল। ওলামায়ে কিরাম, মুফতিয়ানে কিরাম, বিভিন্ন ব্যবসায়ী এবং জনসাধারণ সকলেই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন, 'এ আবার কেমন ইসলামি ব্যাংকিং? সাধারণ সুদি ব্যাংক আর এ ধরনের প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকের মাঝে তো কোনো পার্থক্য দেখা যায় না'। কার প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা শরিয়তবিরোধী হওয়ার ব্যাপারে দেশের বিভিন্ন দারুল ইফতা থেকে সময়ে সময়ে একক ও আলাদাভাবে ফতোয়া প্রকাশিত হলেও সম্মিলিত কোনো

ফতোয়া তখনো প্রকাশিত হয়নি। আমি অধম জামিয়া বানুরি টাউন, জামিয়া ফারুকিয়ার সম্মানিত মুফতিগণের কাছে এবং জনাব মাওলানা মুফতি হাবিবুল্লাহ সাহেব ও মাওলানা মুফতি আহমাদ মুমতায সাহেবের কাছে এই মাসআলা নিয়ে তাহকিক করার জন্য দরখাস্ত করেছিলাম।

মাসআলাটি নিয়ে এই সকল মুফতির সাথে মাশওয়ারা করা হয়েছে এবং এজন্য অনেকগুলো মজলিসও হয়েছে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দলিল, অভিজ্ঞতা এবং জানাশোনার আলোকে তাদের অবস্থান ও মত প্রকাশ করেছেন। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুপাতে বিভিন্ন দক্ষ অর্থনীতিবিদের সাথেও আলোচনা ও পরামর্শ করা হয়েছে। এসব আলোচনা ও পর্যালোচনার সময় একটি বিষয় খুব ভালোভাবে উপলব্ধি করা হয়েছে যে, বর্তমানে প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামবিরোধী হওয়ার বিষয়টি দেশের অধিকাংশ আহলুল ফাতাওয়া ও মুফতির সিদ্ধান্ত হলেও শুধু ব্যক্তিগত ফতোয়া এবং লেখালেখিই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। বরং, সকলের পক্ষ থেকে সম্মিলিত ও বিস্তারিত একটি রচনা তৈরি করে তা লোকসম্মুখে নিয়ে আসা দরকার। পরামর্শনুযায়ী এই দায়িত্ব অর্পণ করা হয় হজরত মাওলানা মুফতি আব্দুল মাজিদ দ্বীনপুরির তত্ত্বাবধানে তার সাথিসঙ্গীদের ওপর। মাশাআল্লাহ! এই হজরতগণ অনেক মেহনত করে সংকলনটি প্রস্তুত ও বিন্যস্ত করেছেন। এজন্য আমি হজরত মাওলানা আব্দুল মাজিদ দ্বীনপুরি এবং তার সাথিসঙ্গী ও সহযোগীদের প্রতি খাসভাবে এবং মুফতিদের আমভাবে শুকরিয়া জ্ঞাপন করছি। আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছি তিনি যেন তাদের এই প্রচেষ্টা কবুল করেন, এই মহৎ কর্মকে তাদের জন্য সাদাকায়ে জারিয়া বানিয়ে দেন এবং তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ আফিয়াত ও সুস্থতার সাথে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করেন। আমিন, ছুম্মা আমিন।

এই সম্মিলিত অবস্থানকে আরও ব্যাপকভাবে প্রকাশ করার লক্ষ্যে ২৮/০৮/২০০৮ইং তারিখে জামিয়া ফারুকিয়া করাচিতে দেশের বড় বড় আহলুল ইলমদের নিয়ে দুদিনব্যাপী একটি বিরাট মজলিসের আয়োজন করা হয়। এতে সংকলনটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পঠিত হয় ও তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা হয়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সকল আহলুল ইলম এতে একমত পোষণ করেন এবং স্বাক্ষর করে সংকলনটিকে নিজেদের অবস্থান বলে স্বীকৃতি দেন।

তৃতীয় কথা : এখানে একটি আপত্তি তোলা হচ্ছে যে, সম্মিলিত মত প্রকাশ করার সময় মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহকে কেন সাথে রাখা হলো না, কেন তার মতামতটা আমলে আনা হলো না?!

এর জবাবে আমি বলতে চাই, এ কথা সকলেরই জানা যে, প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লার মতামত ও চিন্তাধারা ইতোমধ্যে তাঁর বিভিন্ন কিতাবে প্রকাশিত হয়েছে। যার সংখ্যাও কিন্তু দুই-একটা নয়; বরং অনেক বেশি। যেগুলো বারবার ছাপানো হচ্ছে। তাঁর অনেক সহযোগী আলাদাভাবে তাঁর বিভিন্ন তাহকিক ও গবেষণা প্রকাশ করেই যাচ্ছে। আর সম্মিলিত

ফতোয়া প্রকাশকারীগণও তার তাহকিক ও মতামত সম্পর্কে বিস্তারিতভাবেই অবগত। এমনকি সম্মিলিত ফতোয়ার সেই সংকলনটিতে বিভিন্ন সময়ে তার বিভিন্ন কিতাবের হাওয়ালাও প্রদান করা হয়েছে। সুতরাং আলাদাভাবে তাঁর থেকে মতামত নেওয়ার প্রয়োজনটা কোথায়? এরপরেও এ ক্ষেত্রে তাঁকে বিশেষভাবে গ্রহণ করা এবং তাঁর মতামত নেওয়ার দরকার হতো তাহলে তো অপর পক্ষ বলতে পারেন যে, 'মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ এই নামসর্বস্ব ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে জায়েজ বলার সময় কার মতামত নিয়েছিলেন?' যে-সকল হজরতকে উক্ত মজলিসে শরিক করা হয়েছিল তাদের বিষয়টি তিনি কতটুকু আমলে নিয়েছিলেন?

যা-ই হোক মূল কথা হলো, এ ধরনের কথাবার্তার সাথে শরয়ি মাসআলার কোনো সম্পর্ক নেই। পরস্পরের প্রতি নিন্দা-অভিযোগ এক বিষয় আর শরিয়তের মাসআলা বলা ও প্রকাশ করা আরেক বিষয়। তাই, উভয় পক্ষের উলামায়ে কেরামের কাছে আমি অনুরোধ করব—দয়া করে এ দুয়ের মাঝে তালগোল পাকিয়ে জনগণের মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করবেন না!

সবচেয়ে বড় কথা হলো, সম্মিলিত ফতোয়ার সমর্থনে লিখিত সংকলন চলে এসেছে। আর এটাই জুমহুর (অধিকাংশ) ওলামায়ে কিরামের অবস্থান। এতে ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ওপর ফিকহি দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন আপত্তি উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা নাজায়েজ হওয়ার কারণগুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখন মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ এ সকল আপত্তি ও নাজায়েজ হওয়ার কারণগুলোর জবাব দিতে পারেন। কারণ, তুলনামূলক বিশ্লেষণ ও দলিলভিত্তিক আলোচনা-পর্যালোচনার জন্য উভয় পক্ষের মতামত লিখিত আকারে চলে এসেছে।

আলোচনা-পর্যালোচনার এত সুন্দর ও উপকারী পদ্ধতি থাকার পরও, তাঁকে সম্মিলিত ফতোয়া প্রদানে অংশগ্রহণ করতে না বলায় কোনো আপত্তি দেখানো সঠিক বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এমনটা না করলে সম্মিলিত ফতোয়া প্রকাশ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা ও বাধার সৃষ্টি হতো! আর সেই সমস্যাগুলোর কারণে অতীতের অনেক মাসআলার মতো সম্মিলিত অবস্থান প্রকাশ করতেও অনেক বিলম্ব হয়ে যেত। অথচ এই সম্মিলিত অবস্থান শরিয়তের দলিলের আলোকে হক, সত্য ও সঠিক ছিল এবং তা দ্রুত প্রকাশ করাও শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে আবশ্যক ছিল। ইতোমধ্যে যে পরিমাণ কালক্ষেপণ করা হয়েছে তাই তো সমীচীন হয়নি! এজন্য ওলামায়ে কিরাম ইজতিমায়িভাবে তাওবা ও ইস্তিগফার পর্যন্ত করেছেন! মূলকথা হলো, পরস্পর আলোচনা-পর্যালোচনার পথ সুগম করে সম্মিলিত এই অবস্থান প্রকাশকে আরও বিলম্বিত করা মুনাসিব মনে করা হয়নি।

যদি আমরা ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগ ও আপত্তিগুলোকে বিষয়বস্তু বানিয়ে আলোচনা শুরু করতাম তাহলে এই আলোচনার ধারা চলতেই থাকত! অথচ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আলোচনা-পর্যালোচনা ও তুলনামূলক বিশ্লেষণ করার জন্য উভয় পক্ষের মতামতই সামনে আসা দরকার

ছিল। যদি একটি মতকে দাবিয়ে রেখে শুধু অপর মতের ব্যাপারেই অভিযোগ আপত্তি উত্থাপন করা হয় এবং সেগুলোরও আলোচনা-পর্যালোচনা করা হয় তাহলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, প্রথম পক্ষের লোকেরা সর্বদাই নিজেদের মতকে সঠিক সাব্যস্ত করার জন্য অটল এবং নিজস্ব রায় অন্যের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সচেষ্ট। এ ধরনের পারিপার্শ্বিক টুকরো টুকরো অভিযোগ ইতঃপূর্বে এসেছে। ভবিষ্যতে এগুলো আসতে দেওয়ার কোনো সুযোগ রাখা যাবে না।

যদি এসব সমস্যার প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে আমরা আমাদের ভাইদের আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা অনুযায়ী সকল আপত্তি ও অভিযোগ নিরসনের জন্য মজলিস করতে থাকতাম, তাহলে দুচার মজলিসেও সেগুলো নিরসন সম্ভব হতো না। আলোচনা দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হতো, কিন্তু কোনো সমাধান আসত না। কারণ ইশকাল ও আপত্তির পরিমাণ এত বেশি যে সেগুলো একত্র করতে গেলেও অন্তত একটি কিতাব লেখা দরকার। তা ছাড়া এটাও অসম্ভব ছিল না যে, প্রত্যেক পক্ষ বাহিরে এসে নিজেদের বিজয়ী ঘোষণা করতেন! সম্মিলিত ফতোয়ার সংকলকরা বলতেন, 'আমাদেরকে সন্তোষজনক কোনো উত্তর দেওয়া হয়নি।' আবার ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ধারক-বাহকরা দাবি করতেন, 'আমরা সব প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে দিয়েছি।' এমনটা শুধু আমার ধারণা থেকে বলছি না; বরং বাস্তবেও আমাদের সামনে এমন ঘটনা ঘটেছে। যেমন : ১. মুফতি মুহাম্মদ ঈসা সাহেব ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ করেছিলেন। তখন একদিকে মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহ বলেছেন, 'আমরা তার সকল আপত্তির জবাব দিয়েছি।' অপরদিকে ঈসা সাহেব তা অস্বীকার করেন। ২. জনাব আরশাদ জামান সাহেব তার অভিযোগগুলো উত্থাপন করে একটি ইস্তিফতা (ফতোয়া জিজ্ঞাসা) পেশ করলে ইমরান আশরাফ বলেন, 'আমরা এসব অভিযোগের জবাব দিয়েছি এবং সালিমুল্লাহ খান সাহেবকেও তা অবগত করেছি!' অথচ এটা একেবারেই গলত! ৩. ডক্টর মুফতি আব্দুল ওয়াহিদ সাহেবের বিভিন্ন অভিযোগ-আপত্তি তো প্রকাশিত হয়েছিলই। এ ব্যাপারে মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর এক সহযোগী দাবি করেছেন, আমি তার উত্তর দিয়ে দিয়েছি। কিন্তু প্রশ্ন হলো আপত্তিগুলো তো প্রকাশিত হয়েছে! কিন্তু জবাবগুলো কেন ছাপা হয়নি? অবস্থা এমন হলে তো মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর পক্ষের ব্যক্তিবর্গ খুব জোরেশোরে প্রচারণা চালাতেন যে, ইসলামি ব্যাংকিংয়ের ব্যাপারে যত সংশয় ও আপত্তি ছিল সবগুলো দূর করা হয়েছে! আর এই ব্যাংকিং ব্যবস্থা ইসলামের শিক্ষা অনুযায়ীই তৈরি করা হয়েছে।

চতুর্থ কথা : এখানে একটি বিষয় খুব গুরুত্ব সহকারে লক্ষ রাখতে হবে যে, বর্তমানে দুই পক্ষের মাঝে ইখতিলাফ ও মতভেদ চলছে। এক পক্ষে রয়েছেন ইসলামি ব্যাংকিংয়ের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফতোয়া প্রদানকারীগণ, যারা দেশের প্রসিদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য মুফতিয়ানে কিরাম। তারা কোনো ব্যাংকের কর্মচারীও নন এবং তারা ব্যাংক

থেকে মোটা অঙ্কের মুনাফা লাভকারীও নন। তাদের ফতোয়ার ভিত্তি হলো ইসলামি শিক্ষা, তাদের ফতোয়া পরিপূর্ণ ইখলাস ও লিল্লাহিয়াতের ওপর নির্ভরশীল।

আর অপর পক্ষে বেশিরভাগ এমন হজরতগণই আছেন যারা ব্যাংকের কর্মচারী বা যাদের অর্থনৈতিক চাহিদা ব্যাংকের সাথে জড়িত। খুব সম্ভব তারা এই কারণেই সম্মিলিত ফতোয়া গ্রহণ করছেন না যে, এটা মানতে গেলে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে ক্ষতি হতে পারে। অবশ্য এ ধরনের কিছু ব্যক্তিবর্গও থাকতে পারেন যারা মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখেন এবং ব্যাংকিং বিষয়ে তার দক্ষতার কারণে তার পক্ষাবলম্বন করছেন। আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন।

পঞ্চম কথা : নামসর্বস্ব ইসলামি ব্যাংকগুলোতে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা এবং ব্যাংকে প্রচলিত অন্যান্য নীতিমালা ব্যাংকিংকে ইসলামি বানানোর ক্ষেত্রে কতটুকু সহযোগী? অনুভূতিসম্পন্ন কোনো ব্যক্তির কাছে অস্পষ্ট থাকার কথা না। যদি আপনি নারী-পুরুষের এই সহাবস্থানকে ইসলামি মনে করে থাকেন তাহলে এটা কেমন ইসলাম? আপনি খুব ভালোভাবেই জানেন যে, আর্থিক এবং অ-আর্থিক এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলোতে পর্দাহীন নারী ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংকিং সমর্থক ওলামায়ে কিরাম ইসলামি ব্যাংকিং বৈধ করার জন্য আরোপিত শর্তসমূহের মধ্যে কেন এমন কোনো শর্ত করেননি যে, ব্যাংকে ইসলামের নামে এ ধরনের কোনো দৃশ্য থাকতে পারবে না? যদি ওলামায়ে কেরাম আরোপিত শর্তগুলোর মধ্যে এই শর্তও উল্লেখ করতেন তাহলে অন্তত আজকে ইসলামি ব্যাংকগুলোর পরিবেশ একটু ভিন্ন রকম হতো।

ষষ্ঠ কথা : আমাদের বেশ কিছু ওলামা হজরত এবং মুফতিগণের বক্তব্য হলো মিজান ব্যাংকের কর্মকর্তাদের নিকট ব্যাংক-সংক্রান্ত নীতিমালা-বিষয়ক তথ্যাদি তালাশ করা হলে তারা ব্যাংকের নথিপত্র পেশ না করে মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহর ব্যাংকিং-বিষয়ক দক্ষতার কথা উল্লেখ করে মিজান ব্যাংকের প্রতি আস্থা রাখার তালকিন করে থাকেন! আমরা মুফতি তাকি উসমানি হাফিজাহুল্লাহকে দিল থেকে ইহতিরাম ও সম্মান করি। কিন্তু তাকে হুজ্জত ও দলিল বানানো শরয়ি দৃষ্টিকোণ থেকে কোনোভাবেই আবশ্যক নয়। আর এটাও মুনাসিব না যে, প্রচলিত ইসলামি ব্যাংকিংয়ের সকল ত্রুটি ও সমস্যার দায় শুধু তাকেই নিতে হবে!

সপ্তম কথা : বলা হচ্ছে, মক্কা মুকাররামায় অবস্থিত 'মাদরাসায়ে সওলাতিয়্যাহ' নাকি সম্মিলিত ফতোয়াকে রদ করেছে। আমরা অবশ্য এ ধরনের কোনো বিষয় এখন পর্যন্ত জানতে পারিনি। তবে আধুনিকমনা একজন ব্যক্তি—যিনি মাদরাসায়ে সওলাতিয়্যাহর একজন মুদাররিস—নিজের মেজাজের খেলাফ হওয়ায় ব্যক্তিগতভাবে এই ফতোয়া কার্যত প্রত্যাখ্যান করেছেন! জানা নেই, উক্ত ব্যক্তির এই প্রত্যাখ্যান মাদরাসায়ে সওলাতিয়্যাহর পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান বলে গণ্য হবে নাকি শুধু তার ব্যক্তিগত রায় বলে গণ্য হবে। এটাকে আপনি যা ইচ্ছা বলতে পারেন। আহলুল ইলম ও ফুকাহায়ে কিরামের এত বিশাল জামাআতের সম্মিলিত ফতোয়ার মোকাবিলায় উক্ত

ব্যক্তি কিংবা মাদরাসায়ে সওলাতিয়্যাহর ভিন্ন মত তেমন কোনো গুরুত্ব বহন করে না। কারণ, তারা আমাদের কিছু ব্যক্তি মাত্র, তারাই আমাদের সবকিছু না।

যা-ই হোক সর্বাবস্থাতেই মুফতি তাকি উসমানি, মুফতি রফি উসমানি এবং তাদের সহযোগী সকলেই আমাদের ভাই এবং প্রিয়জন। আমরা দিল থেকেই তাদের জন্য খায়েরখাহ ও কল্যাণকামী। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে যে-সকল উত্তম গুণ দান করেছেন আমরা সেগুলো স্বীকার করি। আমরা তাদেরকে যথেষ্ট কদর করি। কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে আমরা আমাদের জানা তথ্য ও ইলম অনুযায়ী কথা বলতে বাধ্য। বিষয়টির স্পর্শকাতরতার কারণেই কথাগুলো লিখতে হলো। আল্লাহ তাআলা এই উম্মতকে আমাদের সুমহান শরিয়তের পরিপূর্ণ আনুগত্য করার তাওফিক দান করুন এবং আমাদের সবাইকে সিরাতে মুস্তাকিমের ওপর অটল রাখুন। আমিন, ছুম্মা আমিন।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ مَلِكِ ٱلنَّاسِ إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ مِن شَرِّ ٱلْوَسْوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ ٱلَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ

সালিমুল্লাহ খান (রহিমাহুল্লাহ)
মুহতামিম, জামিয়া ফারুকিয়া, করাচি
চেয়ারম্যান, বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া, পাকিস্তান
সভাপতি, ইত্তিহাদে তানযিমাতে মাদারিসে দ্বীনিয়্যাহ, পাকিস্তান